|  |
| --- |
| **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সরকারের অনন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন দর্শন। সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। মানুষের মনোজগৎ থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুরুষের পাশাপাশি নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন, হজ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন, হজ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ-ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, তীর্থ ভ্রমণ, বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ থেকে আগত ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত কার্যক্রম, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলের সমানভাবে ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্র্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১২, ২৮ এবং ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যরোধ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০২১ নারী হজ যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৫.৩) অনুযায়ী শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ প্রভৃতির মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসানের বিষয় উল্লেখ আছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংবিধানের নিদের্শনা মোতাবেক অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নারী উন্নয়নের জন্য প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহসহ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নকে অগ্রধিকার প্রদান করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১০৪ | ৮৬ | ১৮ | 17.3 |
| ইসলামিক ফাউন্ডেশন | ৯৯১ | ৮৯১ | ১০০ | 10.১ |
| বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় | ১১৫ | ১০৯ | ৬ | 5.2 |
| হজ অফিস, ঢাকা | ১৯ | ১৮ | ১ | 5.৩ |
| হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ১০ | ১০ | - | - |
| বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ১০ | ৮ | ২ | 20.০ |
| খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ৭ | ৫ | ২ | 28.৬ |
| **মোট:** | **১,২৫৬** | **১,১২৭** | **১২৯** | **10.৩** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান | মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৩০ শতাংশ, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৮০ শতাংশ এবং প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ৮৭.৭ শতাংশ কেন্দ্র নারীশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে মেয়ে শিশুরা নিজেদের অধিকার, পারিবারিক নির্যাতন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বাল্যবিবাহের কুফল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। |
| ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | মন্ত্রণালয় থেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে অধিকতর সহানুভূতিশীল হচ্ছেন।  |
| হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ | হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধিদলে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। নারীরা নির্বিঘ্নে হজ ও ওমরাহ ব্রত পালন করছে। |
| গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা  | বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার সর্ম্পকে বর্ণিত ব্যাখার আলোকে পুস্তক প্রকাশনার ফলে মানুষের মাঝে জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।  |
| দরিদ্র ও দুস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের প্রসার | অনুদান প্রদানের ফলে দুস্থ নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। অনগ্রসর দরিদ্র অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম প্রসারের ফলে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা বিস্তৃত হচ্ছে, যা দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে এবং নারীর মৃত্যু হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে নারীর অংশগ্রহণ  | % | ৬০.৮ | ৬১.৬ |  |
| ২. | চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা | সংখ্যা(হাজার) | ৩১১ | ৩২৫ |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯২ সাল হতে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট 2 কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 1 কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার ২২০ জন। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৫০ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১1 লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৮৭ জন। প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৩2 হাজার ১ শত ৭৪ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৩ শত ১২ জন। ইসলামিক মিশন কর্মসূচি ১৯৮৩ সালে শুরু হয়। শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ১,২৯,৫২,০১৪ জন এবং হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ৩,৮৬৭ জন। জাকাত বোর্ডের মাধ্যমে গত তিন বছরে ৪,৫৫১ জন দরিদ্র নারীকে জাকাত ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের অপ্রতুলতা;
* বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসারের ঘাটতি;
* ধর্মীয় গোঁড়ামি; এবং
* সকল পাবলিক প্লেসে নারীদের প্রার্থনা কক্ষের অভাব।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারীশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
* বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
* ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।